নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

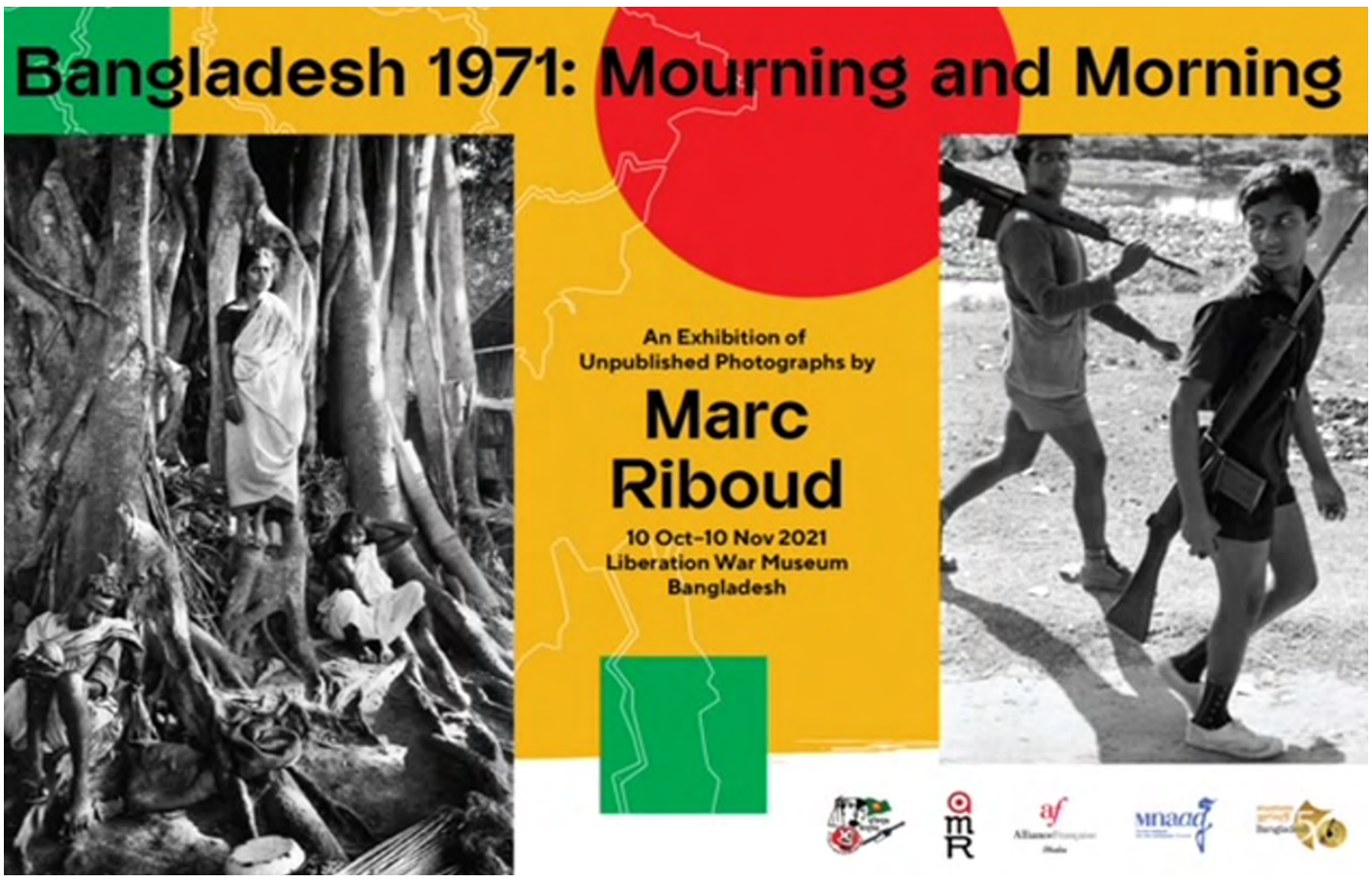

বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাম আলোকচিত্রী মাক্ রিবু
আলোকচিত্র প্রদর্শনী
বাংলাদেশ ১৯৭১: শোক এবং সকাল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং আলিয়ঁস **ফ্রঁসেজ** দো ঢাকার যৌথ আয়োজন বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাম আলোকচিত্রশিল্পী মার্ক রিবুর "বাংলাদেশ ১৯৭১: শোক এবং সকাল" শীর্ষক একক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে শনিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২১, বিকাল ৪ টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। 'লা'সেসিও লেসামি দ্য মাখ রিব্যো' এবং গিমে মিউজিয়ামের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তোলা আলোকচিত্রের এই অনুপম প্রদর্শনী, যেখানে থাকছে ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত একগুচ্ছ আলোকচিত্র। প্রদর্শনীতে পঞ্চাশটি আলোকচিত্র প্রদর্শিত হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে উক্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে কিউরেটিং করেছেন মফিদুল হক এবং লরেন ড্রুরে। প্রদর্শনীটি চলবে ১৬ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

বাংলাদেশে মাক্ রিবু, ১৯৭১

২৮ অক্টোবর ১৯৭১, প্যারিসের ভারতীয় দূতাবাস থেকে মার্ক রিবু ভ্রমণ ছাড়পত্র পেলেন। অজানার উদ্দেশে যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে তিনি ১১ নভেম্বর ১৯৭১ নয়াদিল্লিতে পৌঁছান। পরদিন তিনি ম্যাগনাম ফটো এজেন্সির প্রতিনিধি সাংবাদিক হিসেবে পরিচয়পত্র পেলেন। তিনি নয়াদিল্লিতে কয়েকদিন কাটান, পরিচিতদের সাথে দেখা করে, বাংলাদেশ সংকট প্রসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে তারপর কলকাতায় এলেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল বাংলাদেশ মিশনের প্রেস-কর্মকর্তা আমিনুল হক বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিউজউইক পত্রিকার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি Arnaud de Borchgrave গৃহীত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকারের আলোকচিত্র তিনি ধারণ করেছিলেন। মাক্রের কাছে কলকাতা পরিচিত শহর, তিনি এই শহরের মানুষ আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি ক্যামেরায় ধারণ করেছেন। পার্ক সার্কাস এভিনিউতে বাংলাদেশ মিশনের সামনে অনুষ্ঠিত এক সংহতি সমাবেশে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার নিকটবর্তী সল্ট লেক শরণার্থী শিবির এবং শহর থেকে শত মাইল দূরবর্তী কৃষ্ণনগর শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিতে শুরু করলে ২১ নভেম্বর থেকে সীমান্তে সংঘাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী অনেক স্থানে তাদের সীমান্ত ফাঁড়ি (বিওপি) থেকে পিঁছু হটতে বাধ্য হয় এবং সেখানে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাক্ রিবু মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের সুযোগ পেলেন, সেখানে তিনি তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পরিচিত হলেন।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে মার্ক রিবু মেঘালয়-আসাম

৭-এর পৃষ্ঠার দেখুন

মাগুরা জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী

কোভিড ১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্য ৬ মাস ৯ দিন বিরত থাকার পর মাগুরা জেলায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২১-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। সদরসহ চার উপজেলা নিয়ে গঠিত মাগুরা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রান্তিক এলাকাসমূহে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ২২-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করে ২৮ সেপ্টেম্বর শহরে অবস্থিত মাগুরা সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। এবারও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, প্রান্তিক এলাকা ও মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমর স্থানসমূহে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রা দলের সদস্য মো. আব্দুস সামাদ, গবেষক পরেশ কান্তি সাহা, সমাজকর্মী উত্তম কুন্ড, টুম্পা কুন্ড প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। জেলা পুলিশ প্রশাসন প্রান্তিক এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী সময়ে নিরাপত্তার জন্য পরিদর্শক দল পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

মাগুরা জেলাতেও মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস প্রায় বিবর্ণ। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর সারাদেশে যে উত্তাপ শুরু হয় সেই উত্তাপ মহকুমা শহর মাগুরাতেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রনেতারা মিলিতভাবে গড়ে তোলেন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। ২৩ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে ঐতিহাসিক নোমানী ময়দান সংলগ্ন আনসার ক্যাম্পে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রলীগের সভাপতি মুন্সী রেজাউল হক এবং সাথে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবু নাসির বাবলু। ২৫ মার্চের

ঢাকার খবর মাগুরাতে ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষ লাঠি, ঢাল, সড়কি সংগ্রহ করতে লাগলেন। এছাড়া বিভিন্ন থানার কর্মীরা সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগে সচেষ্ট হন। এদিকে শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিয়া আকবর হোসেন এবং মোল্লা নবুয়ত আলী ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সাহসী তরুণদের নিয়ে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে মাগুরা শহরে আসেন এবং আনসার ক্যাম্প দখল নিয়ে অঘোষিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলেন। এদিকে পাকিস্তানপন্থিরাও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নানা তৎপরতা চালাতে থাকে। ২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী শহরে প্রবেশ করলে পিটিআই, জেলা পরিষদ ডাক বাংলো, আনসার ক্যাম্প, সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে ঘাঁটি স্থাপন করেন। পাকিস্তানি বাহিনী শহরে প্রবেশের সাথে সাথে দোসর রাজাকারদের সহায়তায় জগন্নাথ দত্তের বাড়ি লুটপাট চালায় এবং জগন্নাথ দত্তকে বাড়ির ভিতরে গুলি করে হত্যা করে। রাজাকার দল পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতায় দত্ত বিল্ডিং, রেণুকা ভবন, গোল্ডেন ফার্মেসি, ওয়াপদা (ওয়াপদা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য ফুয়েল ও খাবার সরবরাহ করা হত) দখল নেয়। পিটিআই ও দত্ত বিল্ডিং ছিল এ জেলার নিরীহ মানুষদের অত্যাচার চালানোর প্রধান কেন্দ্র। নিরীহ লোকদের হত্যা করে পিটিআই-এ মাটিচাপা দেয়া হত, আর বাকীদের নবগঙ্গা নদী (ঢাকা রোডে অবস্থিত স্লুইস গেট) ও পারনান্দুয়ালী ক্যানেলে ভাসিয়ে দেয়া হত। শহরের পিটিআই বধ্যভূমি, ঢাকা রোড স্লুইস গেট, পারনান্দুয়ালী ক্যানেল ও মেরুল বধ্যভূমিতে আজ পর্যন্ত কোন স্মৃতিচিহ্ন বা ফলক নির্মিত হয়নি। মাগুরার বিভিন্ন জায়গাতে পাকিস্তানি বাহিনী ও স্থানীয় রাজাকাররা মিলে বিনোদপুরে, রামনগরে, ছয়ঘরিয়া ও তালখড়িতে গণহত্যা চালায়। সেই গণকবরগুলোর মধ্যে একমাত্র তালখড়িতে শহীদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে স্মৃতি ফলক আর বাকীগুলোর স্থান আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়নি। শ্রীপুর থানা এলাকায় আকবর বাহিনীর তৎপরতায় রাজাকার বাহিনী এখানে কোন ক্যাম্প স্থাপন করতে পারেনি। মাঝে-মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে এসে ঘুরে চলে যেত। মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রীপুর থানা প্রায় মুক্তাঞ্চল ছিল।

এবারে মাগুরা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও প্রান্তিক এলাকায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়ে দেখা যায় সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করছে না। বিশেষ

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুগ্ম-কিউরেটর-এর কথা

লরেন ডুরে

সভাপতি, *ফ্রেন্ডস অব মাক্ রিবু অ্যাসোশিয়েশন*
যুগ্ম-কিউরেটর, *মার্ক রিবু আলোকচিত্র প্রদর্শনী*

১৯৭১ সালের ২৩ নভেম্বর মাক্ রিবু কলকাতা নামের সেই শহরটিতে পা রাখলেন, পনেরো বছর আগে যে শহর তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তখন তিনি ছিলেন তরুণ আলোকচিত্রী, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের পথের ধুলো পায়ে মেখে অবশেষে ভারতে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি জানতেন, কলকাতায় বৌদি কৃষ্ণা রায়ের পরিবারে তাঁর ঠাঁই মিলবে। কলকাতায় এক বছর ছিলেন এবং এখান থেকেই দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরেছেন ছবি তোলার জন্য। আর ১৯৭১ সালে তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী এবং কখনো কখনো সাংবাদিক বা প্রতিবেদক। এবার তিনি কেবল স্মৃতিময় শহরটি ঘুরে দেখার জন্য আসেননি, তাঁর লক্ষ্য এই শহর থেকে মাত্র শ'খানেক মাইল দূরের পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করা। কীভাবে তিনি এই বিষয়ে জেনেছিলেন সে তথ্য পাওয়া না গেলেও এটা সুনিশ্চিত যে মাক্ রিবু শুনেছিলেন ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনী ভয়াবহ অত্যাচার করছে জনগণের উপর এবং সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। সম্ভবত ১৯৫৬ সালে দীর্ঘসময় কাটানোর স্মৃতি তাকে দুই বাংলার মানুষের আপনজন করেছিল। ১৯৭১-এ অনেকেই শরণার্থী শিবিরের সারি সারি তাবুতে আশ্রয় নিয়েছিল। মাক্ রিবু ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অপেক্ষারত নারী ও শিশুর চিত্র ধারণ করলেন, লড়াইয়ের প্রশিক্ষণরত তরুণ যোদ্ধাদের ছবি তুললেন।

একটি ছবিই যেন সব বলে দিচ্ছিল: প্রাচীন বটগাছের নীচে তিনজন শরণার্থী। প্রকাণ্ড গুড়িটি যেন তাদের চারপাশ শিকড়ের বেষ্টনি দিয়ে ঘিরে সুরক্ষা দিচ্ছিল। ছবিতে পুরুষ মানুষটির ভঙ্গিমায় অবসাদ, বৃদ্ধার চেখের তীব্র কষ্ট, অসমতল স্থানে ঋজু ভঙ্গিমায় তরুণীর দাঁড়ানো ও দৃষ্টিতে দুর্নিবার শক্তি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তরুণীর দৃঢ়তা ও শক্তিময়তা এক বছর আগে মাক্ রিবুর তোলা আরেক নারীর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ফুল ও তরুণী'। ছবিটি ওয়াশিংটন ডিসিতে রাইফেল হাতে পেন্টাগন পাহারায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সামনে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী এক তরুণীর ফুল এগিয়ে দেয়ার। তরুণীর দৃঢ় সংকল্প ও আলোকচিত্র গ্রহণের অনাড়ম্বর আয়োজন ছবিটিকে শান্তির প্রতীক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে।

ভারত সরকার যখন বাংলাদেশ যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ম্যাগনাম ফটো এজেন্সির অন্যান্য আলোকচিত্রী যেমন রঘু রাই, রেমন্ড দেপারদঁ, মেরিলিন সিলভারস্টোন-এর সাথে মাক্ রিবুও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দলের সাথে যুক্ত হয়। ঘটনাক্রমে এই বাহিনীই সর্বপ্রথম ঢাকায় প্রবেশ করে।

কয়েক সপ্তাহে মাক্ রিবু যেসব আলোকচিত্র ধারণ করেছিলেন তা থেকে তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর আবেগ বোঝা যাচ্ছিল। তিনি কখনোই প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন নি, কিন্তু তাঁর ছবিগুলোই কথা বলছিলো। তাঁর তোলা ১৯৬০ সালে সদ্য-স্বাধীন ঘানার জনগণের ছবি, ১৯৬২ আলজেরীয়ানদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার ছবি, উত্তর ভিয়েতনামের জনগণের মামুলি অস্ত্র নিয়ে প্রতিবাদের ছবি আমাদের বলে দেয় তাঁর হৃদয় ও বিশ্বাস কোথায় তিনি অর্পণ করেছেন। হয়তো তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে নিজের পুরোনো দিনকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, ১৯৪৪ সালে যখন ভেরকোতে তিনি ফরাসি প্রতিরোধে যোগ দিয়েছিলেন।

যদিও মাক্ রিবু সংঘাতের অনেক ছবি তুলেছেন, তথাপি তিনি রণাঙ্গনের আলোকচিত্রী নন। সচরাচর সবাই যা দূর থেকে বিবৃত করে, সংঘাতের কাছে গিয়ে তা প্রত্যক্ষ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি এই পথে হেঁটেছেন। তিনি বলেছেন, 'সবসময়ই হিংসা ও বিভৎসতার চাইতে পৃথিবীর সৌন্দর্য আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে।'

১৯৭১ সালের ঢাকা মার্ক রিবুর জীবনে নতুন মোড় এনে দিয়েছিল। তিনি তাঁর লেখায় স্মরণ করেছেন সেই দিনটি যখন তিনি মানুষের উপর প্রকাশ্যে নির্যাতন ও হত্যার ছবি না তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সহায়তার জন্য কাউকে খুঁজছিলেন। কাউকে দোষারোপ না করে তিনি যে-সাংবাদিকরা মানুষকে নির্যাতনের ছবি তুলে চলে তাদের চ্যালেঞ্জ করলেন। তাদের ছবি বিশ্বকে আলোড়িত করলো, তবে সেটাই ছিল মাক্ রিবুর জন্য শেষ সীমা। তিনি আর কোনদিন রণক্ষেত্রের ছবি তোলেননি।

এসব ছবি তোলার ৫০ বছর পর ৫০টি ছবি প্রদর্শন ও সংরক্ষণের জন্য ফ্রেন্ডস অব মাক্ রিবু অ্যাসোসিয়েশন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেছে। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে মাক রিবুর নরম চোখে দেখা মানুষের এইসব ছবি তিনি স্বভাবসিদ্ধভাবে সম্মানজনক ব্যবধান রেখে সহানুভুতিশীল হয়ে তুলেছিলেন। তিনি সবসময় দূরত্ব মেনে চলতেন যাতে পরিস্থিতির পূর্ণ চিত্রায়ন করতে পারেন, বস্তুনিষ্ঠতা তাঁর কাছে ভ্রান্ত এক ধারণা। একটি রাষ্ট্র বা তার জনগণকে বোঝবার জন্য এই দূরত্ব প্রয়োজন হয়।

মফিদুল হক

ট্রাস্টি, *মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*
যুগ্ম-কিউরেটর, *মার্ক রিবু আলোকচিত্র প্রদর্শনী*

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফরাসি ফটোগ্রাফার মাক্ রিবুর মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পেরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গর্ব অনুভব করছে। আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে মাক্ রিবু সবসময়ে মুক্তির জন্য মানুষের সংগ্রামের প্রতি সহমর্মিতা বোধ করেছেন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সংঘটিত ইতিহাস পাল্টে দেয়া অনেক ঘটনার চিত্র তিনি ধারণ করেছেন। চিন, ভিয়েতনাম, কিউবা, আলজেরিয়া, ভারত, কাম্বোডিয়া ও আরো নানা দেশে ছিল তাঁর উপস্থিতি। তিনি প্যারিসের ছাত্র-বিদ্রোহ এবং ওয়াশিংটনে ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের ছবি তুলেছেন। তাই এটা স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি একাত্তরে বাংলাদেশের ঘটনাবলী দ্বারা আলোড়িতে হয়েন যখন বাঙালিদের বিরুদ্ধে গণহত্যাভিযান জন্ম দেয় বিশাল ট্র্যাজেডির এবং শুরু হয় মুক্তির লড়াই। মাক্ রিবু ১১ নভেম্বর দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে আসেন কলকাতায়। এই সময়ে বাংলাদেশের সংকটও প্রবেশ করেছিল চূড়ান্ত পর্বে। মাক্ রিবু প্রত্যক্ষ করেন জনগণের দুর্গতি এবং বাংলাদেশের লড়াই। ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে অগ্রসরমান বাহিনীর সঙ্গে তিনি প্রবেশ করেন ঢাকায়। ১৬ ডিসেম্বর প্রথাম ঢাকায় পৌঁছেছিল যে সাংবাদিক ও আলোকচিত্রদল, তিনি ছিলেন তাদের একজন।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, মাক্ রিবুর সঙ্গে তাঁর জীবৎকালে আমরা কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি। যেসব স্থানে মাক্ রিবু গিয়েছিলেন. সবসময়ে সেখানে তিনি আবার ফিরে আসতে চাইতেন। তাই আমরা বুঝি যে, পঞ্চাশ বছর পর তাঁর তোলা একাত্তরের জনপদ ও জনমানুষের ছবির বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন তিনি নিশ্চয় পছন্দ করতেন। এই প্রত্যাবর্তন নানা দিক দিয়ে প্রতীকী মূল্য বহন করে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এমন আয়োজন করতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছে।

মাক্ রিবুর কথা আমি প্রথম শুনি 'আমার বাংলা' সিরিজের খ্যাতমান আলোকচিত্রশিল্পী আমানুলহকের কাছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ ও স্নেহধন্য ছিলেন তিনি। আমানুল হক অনেক ছবি তুলেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের, এর একটি তাঁর বিশেষ পছন্দের ছিল, তবে আমানুল হককে তিনি বলেছিলেন তাঁর সেরা প্রতিকৃতি মাক্ রিবুর তোলা। আমানুল হক সত্যজিৎ-সান্নিধ্য নিয়ে অনেক কথা আমাকে বলেছিলেন, পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে রিবু-ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথাও বলেছিলেন। সেই সাথে এটাও জানিয়েছিলেন যে, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালের অনেক ছবি তুলেছিলেন মাক্ রিবু। দুর্ভাগ্যক্রমে মাক্ রিবুর সঙ্গে যোগযোগ করতে আমরা সমর্থ হই নি, যদিও দীর্ঘ বছরগুলোতে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী অনেক বিদেশির সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যোগাযোগ করতে পেরেছিল। এমনই একজন ছিলেন ফরাসি দার্শনিক ও সমাজকর্মী বের্না অরি-লেভি, প্যারিসের ছাত্র-আন্দোলনের কর্মী এই তরুণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এবং প্রায় চার দশক পর আবার এসেছিলেন এদেশে। তিনি হয়ে ওঠেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ এবং তিনি ও তাঁর নিউইয়র্ক দপ্তরের পরিচালক এমিলি হ্যামিলটনের মাধ্যমে আমরা ফ্রেন্ডস্ অব মাক্ রিবু অ্যাসোসিয়েশনের সন্ধান পাই। যোগাযোগ ঘটে সংস্থার সভাপতি রিবু-পত্নী ক্যাথরিন রিবু এবং সম্পাদক লরেন ডুরের সাথে। দ্রুতই আমরা করণীয় বিষয়ে একমত হই এবং মাক্ রিবুর একাত্তরের আলোকচিত্রের প্রদর্শনী আয়োজনে কাজ শুরু করি।

প্রদর্শনীর যুগ্ম-কিউরেটর হিসেবে বাংলাদেশে মাক্ রিবুর যাত্রাপথের সুলুক-সন্ধান আমার জন্য ছিল এক চমকপ্রদ অভিযাত্রা। একই সময়ে লরেন ডুরের সঙ্গে কাজ করা ছিল আনন্দময় অভিজ্ঞতা, বিশেষভাবে সহস্রাধিক কনট্যাক্ট প্রিন্ট থেকে যথাযথ ছবি বাছাই করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। মাক্ রিবুর দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি বাছাইয়ে সহায়তা করেছেন লরেন ডুরে। অন্যদিকে আমরা চেয়েছি, সীমান্তে, মুক্ত এলাকায় ও দেশের ভেতর মাক্ রিবুর যাত্রাপথ খুজতে, তাঁর ছবির মানুষদের পরিচয় জানতে এবং একটি সমন্বিত প্রদর্শনী উপহার দিতে। আমরা নিশ্চিত যে, প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পর এই প্রচেষ্টা ক্রমান্বয়ে আরো পরিপুষ্টি অর্জন করবে।

মাগুরা জেলায় ভ্রাম্যমাণ

১ম পৃষ্ঠার পর

করে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীকালে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে জানতে চাইলে কেউ তেমন কিছু বলার আগ্রহ প্রকাশ করেননি, অনেকের মধ্যে ভীতিও কাজ করেছে। প্রদর্শনী সময়ে গণকবর ও বধ্যভূমির বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্য শিক্ষকদের কাছে জানার চেষ্টা করলে শিক্ষকরাও নানা অজুহাতে এড়িয়ে যান, অনেকে বলেন সময়মত রক্ষণাবেক্ষণ না করায় আজ স্মৃতিগুলো বিলীন হয়ে পড়ছে। মুক্তিযুদ্ধের জয় জয়কার অবস্থাতেও এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-শক্তির চেয়ে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অবস্থান বেশ শক্ত।

এবারে মাগুরা জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী বাস্তবায়নকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর এ জেলায় পরিক্রমণের নানা তথ্য পাওয়া যায়। প্রাক-যোগাযোগকালে নহাটা এ জি ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার সহকারি শিক্ষকের কাছ থেকে জানা যায় গোপালগঞ্জ থেকে বিকল্প পথ দিয়ে বাইসাইকেল চালিয়ে বঙ্গবন্ধু নহাটা এলাকায় বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। উপজেলা চেয়ারম্যান আবু নাসের বাবলু জানান, ১৯৬৬ সালে ছয়-দফার প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু মাগুরায় আসেন। ছাত্রলীগের ছেলেরা কামারখালী ফেরি ঘাট থেকে গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধুকে নোমানী ময়দানে জনসভা মঞ্চে নিয়ে আসেন। জনসভা মঞ্চে সৈয়দ আতর আলীকে না দেখে জিজ্ঞাসা করেন 'নেতাজী' কোথায়, নেতাজীকে দেখছিনা। তখন সোহরাব হোসেন জানালেন নেতাজী অসুস্থ এবং তার পক্স হয়েছে, শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন তাকে দেখতে যাবেন। জনসভা শেষে দলের নেতাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে নেতাজীর বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ সৈয়দ আতর আলীর মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন জান সোহরাব, আতর আলী আমাদের ছেড়ে যাবে না। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু এখানে এসেছিলেন। ঘুর্ণিঝড়ের কারণে জনসভা সংক্ষিপ্ত করে ফিরে যান, যাওয়ার সময় এলাকার লোকদের বলে যান 'সোহরাব হোসেন থাকল'। সেদিনের জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা রোডে এবং বঙ্গবন্ধু একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন এবং ঢাকায় ফিরে যান।

মাগুরা জেলায় যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- মাগুরা সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, ইছাখাদা শহীদ আ: মতলেব মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাগুরা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রামনগর হরিপদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পুখুরিয়া আলোকদিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, বিনোদপুর সাজু বিবি দাখিল মাদ্রাসা, নহাটা রাণী পতিত পাবনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নহাটা এ জি ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, শ্রীপুর সরকারি এম সি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আড়পাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, খামারপাড়া পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খামারপাড়া সিদ্দিকিয়া আহম্মদিয়া ই স আলিম মাদ্রাসা, আলোকিত কিন্ডার গার্টেন ও আবালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ জেলায় ১৫ দিন ১৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭,৬৯৪ জন শিক্ষার্থী ও ৮টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ২২,৯০০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ
কর্মসূচি কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শেষ হলো ঢাকা ডকল্যাব-এর ৫ম আসর

ঢাকা ডকল্যাব বাংলাদেশের ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকারদের সাথে সারা বিশ্বের যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এই আয়োজনের সহ-আয়োজক হিসেবে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

ঢাকা ডকল্যাব-এর ৫ম আসর শুরু হয়েছিলো ২৮ আগস্ট ২০২১, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে এবারে তিন ধাপে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় অনলাইনে। শতাধিক প্রজেক্ট থেকে ৩টি বিভাগে মোট ২২ প্রজেক্ট বাছাই করা হয়। তিনটি বিভাগ যথাক্রমে ১. সাউথ এশিয়ান প্রজেক্ট, ২. এশিয়া প্যাসিফিক প্রজেক্ট, ৩. রাফ-কাট প্রজেক্ট বিভাগ ।

প্রজেক্টগুলো হলো:

১. A Life Journey Never Told: Sharmin Doza (Bangladesh) ২. Bacha haye Chel Dokhtaran: Sadeq Naseri (Afghanistan) ৩ Devi: Subina Shrestha (Nepal) ৪. Field Marshal: Abid Sarkar (Bangladesh) ৫. First Fairytale Book: ABM Nazmul Huda (Bangladesh) ৬. The Trap: M. Nipunika Fernando (Sri Lanka) ৭. Searching Roots: An Artist's Tale: Rafiqul Anowar Russell (Bangladesh) ৮. More Than a Father: Ali Haider (Pakistan) ৯. Hide and Sick: Aparajita Sangita (Bangladesh) ১০. Redlight to Limelight: BipuljitBasu (India) ১১. Land of Despise: Mezanur Rahman (Bangladesh) ১২. Our Hoolock: Ragini Nath (India) ১৩. Ojha: Molla Sagar (Bangladesh) ১৪ Windows to my World: Teenaa Kaur (India) ১৫. Off the rails: Peter Day (New Zealand/UK) ১৬. Operation Rambu!: Steve Austin/Rajneel Singh (New Zealand /Indonesia) ১৭. Ratman and the Whales: Kim Webby (New Zealand) ১৮. Richard and the Windmill : Pete Ireland (Australia) ১৯. Sanguma: Islands of Fear: Paul Wolffram (New Zealand /Pacific) ২০. Concrete Land: AsmahanBkerat(Jordan) ২১. Thirteen Destinations of a Traveller: Partha Das (Bangladesh/ India) ২২. Birds Street: Sahraa Karimi (Afghanistan)

এবারে ডকল্যাব-এর বাংলাদেশি ৭টি প্রজেক্টের মধ্যে ৪টি প্রজেক্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'এক্সপোজিশন অব

ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্টস' এ অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রজেক্টগুলো হলো– ১. Field Marshal: Abid Sarkar ২. Searching Roots: An Artist's Tale: Rafiqul Anowar Russell ৩. Hide and Sick: Aparajita Sangita ৪. Land of Despise: Mezanur Rahman. এর মধ্যে প্রজেক্ট Field Marshal: Abid Sarkar একটি এবং Land of Despise: Mezanur Rahman দুটি এওয়ার্ড অর্জন করে।

এই ওয়ার্কশপে টিউটর হিসেবে ছিলেন JANE MOTE (যুক্তরাজ্য), KAROLINA LIDIN (যুক্তরাজ্য), BORIS MITIC (সার্বিয়া), MARGJE DE KONING (নেদারল্যান্ড), HEEJUNG OH (দক্ষিণ কোরিয়া), EMMANUEL MOONCHIL PARK (দক্ষিণ কোরিয়া), NILOTPAL MAJUMDAR (ভারত)।

তাঁরা তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সেসনগুলো পরিচালনা করেন এছাড়াও এই কর্মশালায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অর্ধ শতাধিক ডিসিশন মেকার অংশগ্রহণ করেন।

এই ওয়ার্কশপ থেকে ঢাকা ডকল্যাব বেস্ট এ্যাওয়ার্ড (বাংলাদেশ) অর্জন করে First Fairytale Book, ডকল্যাব বেস্ট এ্যাওয়ার্ড (সাউথ এশিয়া) অর্জন করে Devi (নেপাল) এ ছাড়াও প্রজেক্ট DOC EDGE FESTIVAL (NEW ZEALAND) PITCH AWARD অর্জন করে GLOBAL FILM AND MEDIA INITIATIVE AS A SOCIAL IMPACT FILM অর্জন করে Trap (শ্রীলংকা), IEFTA MENTORSHIP PRIZE অর্জন করে Field Marshal (বাংলাদেশ), DOC EDGE FESTIVAL (NEW ZEALAND) PITCH AWARD ও DOCEDGE KOLKATA AWARD অর্জন করে Land of Despise (বাংলাদেশ)।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিকেল পাঁচটায় সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। সমাপনীতে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, ঢাকা ডকল্যাব-এর মেন্টরসহ, এলামনাইবৃন্দ ও সকল পার্টনার সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা ডকল্যাব-এর চেয়ারপার্সন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

শরিফুল ইসলাম শাওন

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স (৩ সেপ্টেম্বর-৯ অক্টোবর ২০২১)

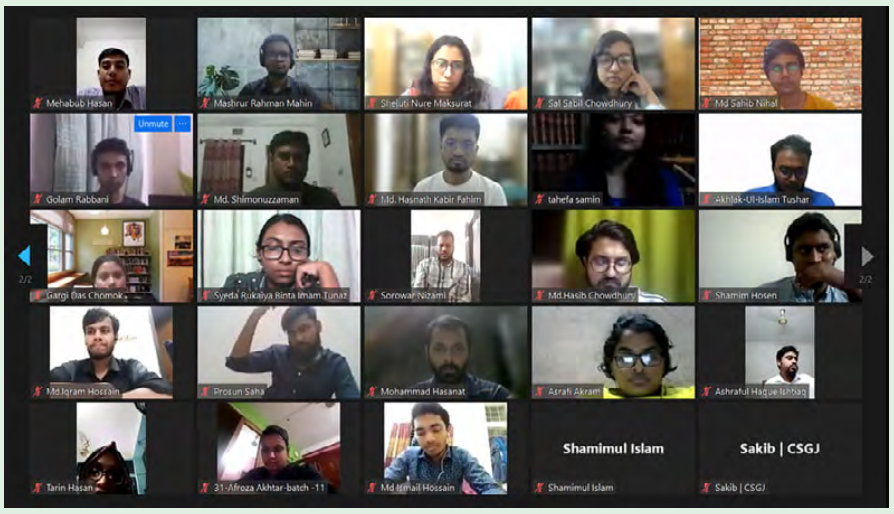

টানা তৃতীয় বারের মত অনুষ্ঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) আয়োজিত মাসব্যাপী জেনোসাইড ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কোর্স। ৩ সেপ্টেম্বর-৯ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে কোর্সটি পরিচালিত হয় দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪২ জন বাংলাদেশীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

অংশ গ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষার্থী, যারা ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন আইনজীবী, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী। আইন বিভাগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, স্থাপত্য, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কোর্স পরিচালনা করা হয়।

প্রতি শুক্র ও শনিবার বিকেলে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আহরার আহমেদ (ব্লাকহিল বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা), ড. এম সঞ্জীব হোসাইন (টিচিং ফেলো, ওয়ারউইক ল স্কুল), সামস উদ্দিন চৌধুরী (প্রাক্তন বিচারক, আপিল বিভাগ), প্যাট্রিক বার্জেস (অস্ট্রেলীয় আইনজীবী ও প্রেসিডেন্ট, এশিয়া জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস), শাহরিয়ার কবির (সভাপতি, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি), নওরিন রহিম (কো-অর্ডিনেটর-সিএসজিজে, অতিরিক্ত প্রভাষক- ইউল্যাব, আই ইউ বি), ইমরান আজাদ (প্রভাষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস), মোহাম্মদ মোস্তফা হোসেন (সহকারী অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়), ড. শান্তনু মজুমদার (অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ইরেনে ভিক্টোরিয়া ম্যাসিমিনো (আর্জেন্টিনিয়ান আইনজীবী), ড. ক্যাথরিনা হফম্যান (অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ উডেনবার্গ, জার্মানি) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

১৯৪৭-এর দেশ ভাগ, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও রোহিঙ্গা গণহত্যা, আন্তর্জাতিক অপরাধের বিশ্লেষণ, ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণআদালত, ন্যায়বিচার রক্ষায় সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বক্তারা আলোকপাত করেন। এছাড়াও সমসাময়িক যুদ্ধ ও সংঘর্ষ নিয়ে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি আইনি ব্যাখ্যা এবং বিচারের নানা দিক তুলে ধরেন।

সিএসজিজে অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অংশগ্রহণকারীদের ক্লাসে শতকরা আশিভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং কোর্স শেষে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কোর্স থেকে লব্ধ জ্ঞান যাচাই করা। তুমুল ঝড়বৃষ্টির কারণে মাঝে মাঝে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাহত হওয়া, বিদ্যুৎ না থাকা, করোনা-আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের দেখভাল করা- এমন শত প্রতিকূলতা পার করে অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের সাথে অংশগ্রহণকারীরা ক্লাস করেছেন বলেই কোর্সটি সফল হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানাচ্ছি। আশা করি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হবে এবং মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ হবে। সিএসজিজের কাজের ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সকলের সম্পৃক্ততা আশা করছি।

তাবাসসুম নুহা

ইর্ন্টান, সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

বাংলাদেশ গণহত্যা এবং ন্যায়বিচার
৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

আগামী ০৬-০৭ই ডিসেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'বাংলাদেশ গণহত্যা এবং ন্যায়বিচার' শীর্ষক সপ্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছে। সম্মেলনে দেশ ও দেশের বাইরের অতিথিরা সরাসরি অংশগ্রহণ করবেন। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য 'স্মৃতিচারণ, স্বীকৃতি এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী গবেষক, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী এবং শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে গবেষণা-প্রবন্ধের আহ্বান করছে। বাংলাদেশ গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার, ডিজিটাল মাধ্যমে স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ, পিস এডুকেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দেয়া যাবে। আগ্রহীদের ১০০ শব্দের লেখক পরিচিতিসহ ৫০০ শব্দের প্রবন্ধ-সংক্ষিপ্তসার আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে মেইলে (lwminternationalconference@gmail.com) প্রেরণ করতে হবে। লেখার মান এবং সংশ্লিষ্টতা যাচাই সাপেক্ষে নির্বাচিত প্রবন্ধ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে। নির্বাচিত সকল প্রবন্ধ Abstract Proceeding-এ প্রকাশিত হবে এবং সম্মেলন শেষে নির্বাচিত প্রবন্ধ জাদুঘর কর্তৃক ভলিউম আকারে প্রকাশ করা হবে। নির্বাচিত গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে কোন নিবন্ধন ফি'র প্রয়োজন নেই, তবে সম্মেলনে শ্রোতা হিসেবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহীদের ১০০০ টাকা এবং শিক্ষার্থীদের ৫০০ টাকা প্রদান করে নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।

নিবন্ধন লিংক: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK4N6zV0o9yT1S1LDfccMExHQOT_IUCOeQU v8-fstZNuDC9A/viewform)

নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীরা মূল সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি অন্যান্য ইভেন্টে অংশ নিতে পারবেন।

মাগুরা জেলার স্মৃতিময় কিছু স্থান

মাগুরা পিটিআই বধ্যভূমি : ২৩ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী মাগুরা জেলা শহর দখল নেয়ার পর পিটিআই-এ ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকিস্তানি বাহিনী পিটিআই-এ আবাসন এবং প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। শহর দখল নেয়ার পর স্থানীয় রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তায় এগিয়ে আসে। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের কাজকে সুদৃঢ় করার জন্য পীরজাদা সৈয়দ ওবায়দুল্লাহকে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং সহযোগী হিসেবে মো. শামসুল হক, অধ্যক্ষ মোখলেসুর রহমানসহ অনেককে নিয়ে মহকুমা শান্তি কমিটি গঠন করে। শান্তি কমিটির লোকজন রাজাকার বাহিনী গঠন করে আশপাশের গ্রাম থেকে লুটতরাজ, হিন্দুদের বাড়িঘর থেকে স্বর্ণ-কাসা এবং নিরীহ লোকদের ধরে এনে পিটিআই-এ অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে পিটিআই এবং ঢাকা রোডে অবস্থিত নবগঙ্গা নদীতে লাশগুলো ভাসিয়ে দিত। আজ পর্যন্ত পিটিআই বধ্যভূমির স্থান চিহ্নিত করা হয়নি এবং কোন স্মৃতি ফলক নেই।

আনসার ক্যাম্প : ২৩ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে আনসার ক্যাম্প মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রলীগের সভাপতি মুন্সী রেজাউল হক এবং সাথে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবু নাসির বাবলু। পতাকা উত্তোলনের সময় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৈয়দ আতর আলী এমপিএ, এমএনএ সোহরাব হোসেন, এমপিএ মো. আসাদুজ্জামান, মো. রুস্তম আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১-এ যে জায়গাটিতে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল সেই জায়গাটি হারিয়ে গেছে এবং কোথায় পতাকা উত্তোলনের কথা কোথাও লেখা নেই।

গোল্ডেন ফার্মেসি : এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে মাগুরা শহর পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে রাজাকার বাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর সহায়তায় গোল্ডেন ফার্মেসি ভবন দখলে নিয়ে সেখানে বদর বাহিনীর অফিস পরিচালনা করে। গোল্ডেন ফার্মেসির মালিকানা পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে মরিয়ম প্লাজা।

দত্ত বিল্ডিং (জগন্নাথ দত্তের বাড়ি) : জগন্নাথ দত্ত মাগুরা শহরে স্বর্ণ বন্ধকী ব্যবসা করতেন। দেশের পরিস্থিতি ভালো না হওয়ায় আত্মীয় পরিজন অনেকে গ্রামে চলে যান। কিন্তু জগন্নাথ দত্ত এই অবস্থার মধ্যেও গ্রামে ফিরে যাননি, কেননা অনেকে বিশ্বাস করে তার কাছে মূল্যবান সম্পদ বন্ধকী রেখেছেন। সততার সাথে ব্যবসা করার জন্য এই দুর্যোগের মধ্যেও জগন্নাথ দত্ত শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাননি। জগন্নাথ দত্তের বিশ্বাস ছিল লোকজন আসবে তাদের মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো নেয়ার জন্য। যারা বন্ধক রেখেছিলেন তারা আসেননি, এসেছে এ দেশীয় দোসরসহ পাকিস্তানি বাহিনী। মাগুরা শহর দখল নেয়ার পরপর জগন্নাথ দত্তের বাড়িতে এসে লুটতরাজ চালায় ও জগন্নাথ দত্তকে গুলি করে হত্যা করে। দত্ত বিল্ডিং লুটতরাজ শেষে পাকিস্তানি বাহিনী ও এ দেশীয় দোসররা চলে যাবার সময় আশপাশের লোকদের উৎসাহিত করে যান দত্ত বিল্ডিং-এ লুটপাত চালানোর জন্য। দত্ত বিল্ডিং দখল নিয়ে রাজাকার বাহিনী পিটিআই-এর মত এখানেও টর্চার সেল স্থাপন করে। সেই দত্ত বিল্ডিং আজ একাত্তরের নির্মমতার নীরব সাক্ষী।

রেণুকা ভবন : পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতায় রাজাকার বাহিনী রেণুকা ভবন দখল করে শান্তি কমিটির অফিস স্থাপন করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় রেণুকা ভবনের লোকজন জীবন বাঁচাতে ভারতে চলে যান। বর্তমানে রেণুকা ভবনের মালিকানা পরিবর্তন হয়ে এম আর ভবন (একাত্তরের মূল ভবনটি এখনও বিদ্যমান)।

ঢাকা রোড স্লুইস গেট বধ্যভূমি : শহরের আশপাশের নিরিহ লোকদের পিটিআই, দত্ত বিল্ডিং-এ অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে ঢাকা রোডে অবস্থিত নবগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত স্লুইস গেটে নিয়ে এসে হত্যা করে নদীতে লাশগুলো ভাসিয়ে দেয়া হত। উক্ত স্লুইস গেটে আজ পর্যন্ত বধ্যভূমি লেখা কোন ফলক এমনকি স্থানটি চিহ্নিত করা নেই।

বিনোদপুর বসন্ত কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্যাম্প : মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশীয় দোসর রাজাকার বাহিনী বিনোদপুর বসন্ত কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। আকবর বাহিনী শ্রীপুর থেকে এসে বিনোদপুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। সেদিনের যুদ্ধে আকবর বাহিনীর সাহসী তরুণ যোদ্ধা মুকুল শহীদ হয়। মুকুলের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য বিনোদপুর বসন্ত কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর-মাগুরা সড়কের চৌমাথায় এ বীরযোদ্ধার স্মরণে একটি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু যে স্থানে এ সাহসী বীরযোদ্ধা রাজাকার বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়েছেন সেখানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে পড়ে আছে, সেটি সংরক্ষণে বিনোদপুরের স্থানীয় জনসাধারণ বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কেউ উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

ইছাখাদা শহীদ আঃ মতলেব মাধ্যমিক বিদ্যালয় : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহায়তায় এ দেশীয় দোসর রাজাকার বাহিনী ইছাখাদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে। দেশ স্বাধীনের পর রাজাকার ক্যাম্পের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য ২৭ নভেম্বর কামান্না যুদ্ধে শহীদ আ. মতলেব স্মরণে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় ইছাখাদা শহীদ আ. মতলেব মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের মূল যে জায়গায় রাজাকার ক্যাম্প ছিল সেই ভবনটি বর্তমানে নেই।

রনজন কুমার সিংহ

প্রয়াত ট্রাস্টিদের স্মরণ : স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ

স্বাধীনতার আদর্শ যখন হারিয়ে যেতে বসেছে, তথ্য গায়েব ও মিথ্যা প্রচার করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে বাংলাদেশে, তখন মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর পর দেশের আটজন বরেণ্য ব্যক্তি গড়ে তোলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ সেগুনবাগিচার একটি পুরাতন ভবনে গড়ে তোলা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আটজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন ডা. সারওয়ার আলী, আলী যাকের, রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, সারা যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, মফিদুল হক এবং আক্কু চৌধুরী। স্থাপনের পর থেকে তাঁরা এর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন এবং দেশ ও বিদেশে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী বহুজন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। ট্রাস্টিবৃন্দ বিভিন্ন পেশায় ও কর্মে নিযুক্ত থাকলেও জাদুঘর গড়ে তোলার মানসে একাত্মা বা অভিন্নহৃদয় হয়ে কাজ করেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাঁদের এই ত্যাগের ফসল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজ জাতির জন্য মাথাতুলে গৌরব ঘোষণা করছে আগারগাঁওয়ে। জাদুঘর গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন; সেই সাথে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল, উদার ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাঠামোগত নির্মাণ শেষ এবং গুণগত উন্নতির জোর প্রচেষ্টাকালে করোনা মহামারী এই জাদুঘরের তিনজন ট্রাস্টি, কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং নাট্যজন আলী যাকেরকে কেড়ে নিয়েছে।

রবিউল হুসাইন ১৯৪৩ সালের ৩১ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা, শৈলকুপার রতিডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে স্থাপত্য বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি নিয়মিত লেখালেখির চর্চা করেছেন। কর্মজীবনে তিনি অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলা, জাতীয় কবিতা পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রিটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট। রবিউল হুসাইনের নকশায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তি ও স্বাধীনতা তোরণ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ফটক, ভাসানী হল, বঙ্গবন্ধু হল, শেখ হাসিনা হল, ওয়াজেদ মিয়া সায়েন্স কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম ও একাডেমিক ভবন কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তিনি তিনি পরলোক গমন করেন।

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী জন্মগ্রহণ করেন ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫। তাঁর পিতা সৈয়দ আশরাফ আলী এবং মাতা ফামেতা খায়রুন নেসা। তার পিতা ছিলেন ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা। ১৯৬৭ সালে লাহোরের গ্রান্ড-ট্রাংক রোডস্থ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিয়াউদ্দিন তারিক আলী বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন। দেশকে ভালোবেসে তিনি বিদেশি গ্রিনকার্ড নষ্ট করে ফেলেন। 'মুক্তির গান' ডকুফিল্মের জন্য অমর হয়ে থাকবেন তিনি।

তারিক আলী পরলোক গমন করেন ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।

আলী যাকের ১৯৪৪ সালের ৬ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার রতনপুর জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৬০ সালে সেন্ট গ্রেগরিজ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাসের পর ঢাকা নটরডেম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। অভিনেতা হিসেবে আলী যাকের ১৯৭২ সালে মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকটিতে প্রথম অভিনয় করেন। গ্যালিলিও নামে অনুবাদ নাটকে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ২৭ নভেম্বর ২০২০ পরলোক গমন করেন এই খ্যাতিমান শক্তিশালী অভিনেতা।

জাদুঘর পরিবার তাঁদের প্রয়াণে শোকাহত। এই মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গন। দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁরা জীবন-ভর কাজ করে গেছেন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে। স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠিতা সদস্য হিসেবে তাঁদের অবদান জাতি সহস্র বছর স্মরণ করবে। প্রয়াত ট্রাস্টিবৃন্দের কাজের মূল্যায়নবহ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনকে প্রধান করে সম্পাদনা পরিষদও গঠন করা হয়েছে। নভেম্বর ২০২১, এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে জাদুঘর।

এতে স্মৃতিচারণ করে লিখবেন ট্রাস্টিবৃন্দের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যাম
(২৬ মার্চ ১৯৩২ - ১১ অক্টোবর ২০২১)

১৯৭১ সালের ২৪ মে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের স্ত্রীর কাছে একজন মার্কিন স্থপতির স্ত্রী একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত সহায়তার পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা অপব্যবহার প্রসঙ্গে সতর্কবাণী। লক্ষণীয় যে, চিঠির মূল বিষয় ছাপিয়ে সামনে উঠে আসে বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি পত্রলেখকের গভীর শ্রদ্ধা। ভিনদেশের সংস্কৃতিকে কতটা নিবিরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এভাবে বলা যায় 'Peace and universal love have been a tradition in Bengali culture from high to low, from great poets and philosophers to illiterate boatman. The tremendous losses which East Bengal has suffered, is suffering and will suffer for a long time are a loss to the world at large of a highly cultivated people. There are few areas that can boast the level of culture. We are now in danger of losing even before it has been properly recorded', পত্রলেখকের নাম মেরি ফ্রান্সিস ডানহাম, বাংলাদেশের এই অকৃত্রিম সুহৃদ স্বামীর পেশাগত সূত্রে দীর্ঘ দশ বছরের বেশি এই দেশে কেবল বসবাস করেন নি, একাত্ম হয়েছিলেন এর মানুষের সাথে, সংস্কৃতির সাথে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ১৯৭১ সালের মার্চে অনেক মার্কিন নাগরিকদের সাথে তাদেরকেও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ডানহ্যাম দম্পতি তাদের কর্তব্য নির্ধারণে দ্বিধা করেননি। মার্কিন যুক্তরাষ্টে বাংলাদেশের পক্ষে যে প্রচারাভিযান চলে মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যাম তাতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ফাস্ট লেডিসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের সংকটের প্রতি জনমত গড়ে তুলতে চিঠি লেখেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে মেরি ফ্রান্সিস যুদ্ধের সময় সংগৃহিত বিভিন্ন দলিলপত্র, পত্রিকার ক্লিপিংস, চিঠিপত্র সযত্নে সংরক্ষন করেন, যে সংগ্রহের একটি বৃহৎ অংশ পরবর্তীতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করেন। ২০১৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তাঁর নিউ ইয়র্কের বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি ১৯৭১ সালের আমেরিকায় বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টারের দলিলপত্রের দুটি বক্স তাঁর হাতে তুলে দেন।

সবশেষ মাত্র এক মাস আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর একুশে টেলিভিশনের প্রতিনিধি সামিয়া জামানের হাতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য তাঁর সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিল প্রেরণ করেন, যা অন্যতম হচ্ছে ১৯৭৪ সালে নিউইয়র্কেও প্লাজা হোটেলে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের কপি। ১১ অক্টোবর ২০২১ তিনি প্রয়াত হলেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় স্মরণ করছে তাকে।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে নিউ ইয়র্কে নিজ বাড়িতে তাঁর সংগৃহীত রিকশা-চিত্রকর্মের সামনে মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

জগৎজ্যোতি দাস বীরবিক্রম

সুনামগঞ্জ কলেজের ছাত্র জগৎজ্যোতি দাস মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬ অক্টোবর ১৯৭১ শত্রু দ্বারা ঘেরাও হয়েও তিনি এবং তাঁর সহযোদ্ধারা বীরের মতো লড়াই করে চলেন। শেষ গুলিটি সম্বল থাকা পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ করেন। পাকিস্তানি বাহিনী জগৎজ্যোতিকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে আজমিরিগঞ্জ বাজারে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে এমনিভাবে বেঁধে রেখেছিল। পরে তাঁর লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয় কুশিয়ারার জলে।

এ ম্যান্ডালিন ইন এক্সাইলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

SIFF SERBEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2021
DOCUMENTARY FILM
official selection

Monk Arsenije | Svetlana Cemin | United States
Handmade in Bangladesh | Florian Wehking, Liz Bachhuber | Germany
Boschi, cavar carbone | Marco Riva | Italy
A Mandolin in Exile | Rafiqul Anowar | Bangladesh
The First Outbreak | Luis Galán, Ramón Campoamor, Haiyan Tan | Spain
Twins Woven from Dreams | Sead Sabotic, Lea Vahrusev | Serbia
AI La | Artificial Intelligence La | Carlo Christian Spano | China
Return to the lost Eden | Adriano Zecca | Switzerland
Diagnosing Healthcare | Paul Roberts | United States
EARN YOUR TURN | Ghilini Arthur | France

www.serbestfestival.com

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য সংগ্রহ

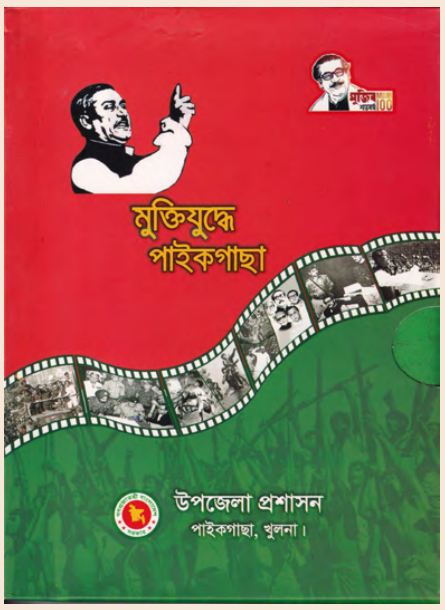

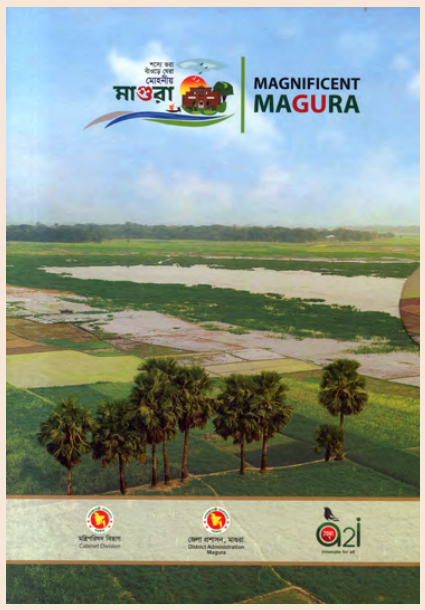

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, বিশেষত বধ্যভূমি-গণহত্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে, আঞ্চলিক প্রকাশনা সংগ্রহ করে। সর্বশেষ মাগুরা জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী চলাকালে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা লিউজা-উল-জান্নাত *মুক্তিযুদ্ধে শ্রীপুর* গ্রন্থটি এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মাগুরা, জুলিয়া সুকায়না *মুক্তিযুদ্ধে পাইকগাছা* ও *শস্যে ভরা বাঁওড়ে ঘেরা মোহনীয় মাগুরা* গ্রন্থ দুটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুর্ধর্ষ দশ : মুক্তিযুদ্ধে দশম বেঙ্গল রেজিমেন্ট

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অবদান অসীম যা আজ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্দ অংশ হয়ে রয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু-বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ১০ বেঙ্গলের অফিসার, জেসিও, এনসিও ও সৈনিকগণ যে অসম সাহস, দেশপ্রেম ও দূর্ধর্ষতা দেখিয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ এ ব্যাটালিয়নকে এখন বলা হয় "দুর্ধর্ষ দশ"।

১০ অক্টোবর ২০২১। ১৯৭১ সালের এই দিনে ২ নং সেক্টর কমান্ডার, অসাধারণ মেধা ও সুগভীর দেশ প্রেমের অধিকারী লে.ক. খালেদ মোশাররফের সার্বিক দিক নির্দেশনায় বিলোনিয়ার রাজনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যতম ব্যাটালিয়ন '১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট'। আজ আমাদের প্রানের ১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা "দুর্ধর্ষ দশ" এর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অর্থাৎ গোল্ডেন জুবিলী। এই বিখ্যাত ব্যাটালিয়নটির রেইজিং কম্যান্ডিং অফিসার (রেইজিং সিও) ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন চৌকশ ইনফেন্ট্রি সেনা অফিসার-মেজর জাফর ইমাম বীর বিক্রম।

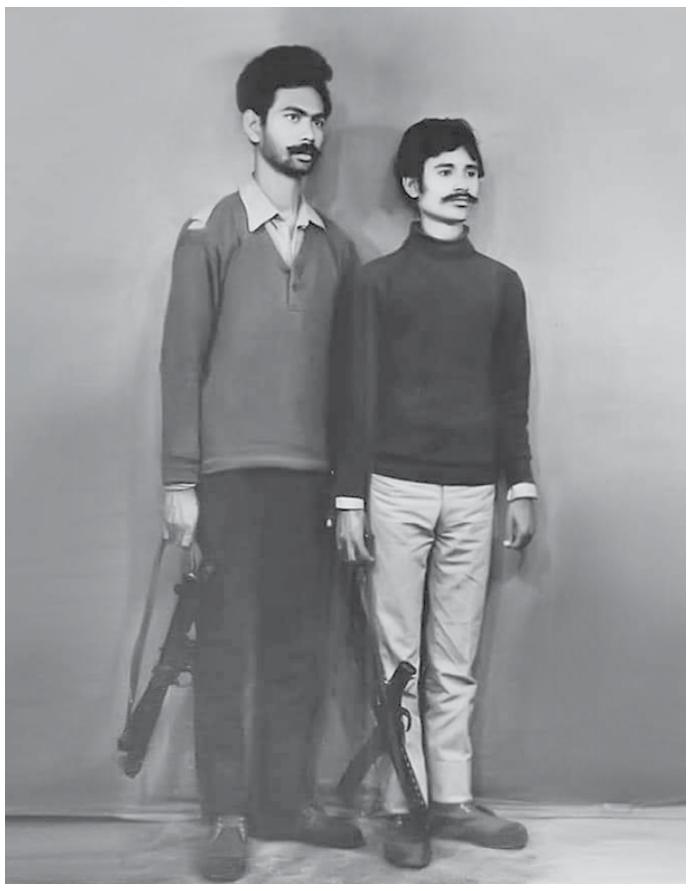

মেজর জাফর ইমামের অধিনায়কত্বে ফেনী-বিলোনিয়া রণাঙ্গনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এর একটি কোম্পানি এবং এপকাফের একটি ব্যাটালিয়ন ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আমাদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়। সংক্ষেপে একটু বর্ণনা দেই। ৬ নভেম্বর, ১৯৭১ রাতটি ছিলো কনকনে শীত, মুসল ধারার বৃষ্টি, দমকা হাওয়া, বিজলীর চমক ও সগর্জন বজ্রপাত সহ একটি দূর্যোগপূর্ণ রাত। মুহুরী নদীর দক্ষিণ পাশে পাকিস্তানী সেনারা তাদের সুরক্ষিত বাংকারে আরামে অবস্থানরত। আর আমরা, মুক্তিযোদ্ধারা, টাস্কফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের নেতৃত্বে খরস্রোতা মুহুরী নদী সাঁতরিয়ে নদীর উত্তর দিক হতে ওপারে চলে গেলাম। ওপারে সুরক্ষিত বাংকারে ওঁৎ পেতে বসে আছে শত্রু-বাহিনী। বিড়ালের নিঃশব্দতা ও নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে 'দুর্ধর্ষ দশ' এর একটার পর একটা সেকসান, প্লাটুন ও কোম্পানী দূশমনদের বাংকারগুলোর মাঝখান দিয়ে ঢুকে ওদের পেছনে চলে গেলো। টেরই পেলো না ওরা। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ওরা ঘেরাও হয়ে গেলো। সারারাত অমানসিক পরিশ্রম করে আমরা বাংকার খুঁড়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসছে। সোবেহ সাদেক। হঠাৎ দেখা গেলো যে ফেনীর দিক থেকে একটি রেলওয়ে ট্রলি করে একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন ও পাঁচজন শত্রু-সেনা পরশুরামের দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের অনুপ্রবেশ ও অবস্থান সম্পর্কে ওরা কিছুই জানে না। কাছাকাছি আসতেই কমান্ডারের নির্দেশে হাবিলদার এয়ার আহমদ ও তার ইউনিটের মুক্তিযোদ্ধারা এক পশলা গুলি-বৃষ্টি করে ওদেরকে নিমিষেই খতম করে দিলো। 'জয় বাংলা' বলে মহানন্দে উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে উঠলো দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার এয়ার আহমদ। কিন্তু তার সাময়িক অসাবধানতার কারণে দূর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুদের ছোঁড়া একটি গুলি তার বাঁ কানের পাশ দিয়ে মাথা ভেত করে বেরিয়ে গেলো। বিলোনিয়ার এ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের প্রথম শহীদ। হতাহতের প্রথম মুহূর্তের ফলাফল ৬:১ যা আমাদের অনুকূলে!

তারপর শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ যা এই স্বল্প পরিসরে এখানে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়। হানাদার পাকিস্তানী দস্যুদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে পাকিস্তান এয়ার ফোর্স এর জঙ্গী বিমান বহর আমাদের অবস্থানের উপর নির্বিচারে স্ট্রেফিং ও বোমা বর্ষণ করলো। এদিকে কমান্ডার জাফর ইমামের অনুরোধে ভারতের ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আর.ডি. হীরার নির্দেশে তাঁর ডিভিশনাল আর্টিলারি প্রায় ৩০ মিনিট ধরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিলোনিয়া ও পরশুরামে অবস্থানরত সৈনিকদের উপর আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করে। শত্রুরা এতে আরো নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১০ নভেম্বর ভোর বেলা একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ৭২ জন শত্রু-সেনা বিলোনিয়া-পরশুরাম এলাকায় আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাঁকীরা ফেনীর দিকে পালাতে থাকে। হতোদ্যম, বিধ্বস্ত ও পলায়নপর পাকিস্তানী সেনাদের ধাওয়া করতে করতে বিভিন্ন স্থানে ছোট-খাট সংঘর্ষের পর আমরা ৬ ডিসেম্বর ফেনী, ৯ ডিসেম্বর নোয়াখালী এবং ১৬ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী সহ চট্টগ্রাম মুক্ত করি।

এ যুদ্ধে মেজর জাফর ইমাম যুদ্ধের যেসব কলা-কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তা ছিলো অভিনব এবং তাই বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী সহ পৃথিবীর বিভিন্ন মিলিটারি একাডেমীতে পাঠ্যসুচী হিসেবে তা পড়ানো হয়। এসব যুদ্ধে লে. মোখলেস (পরে কর্নেল), লে. ইমাম (পরে মে. জেনারেল), ক্যাপটেন হেলাল মোর্শেদ (পরে মে. জেনারেল), ২/লে. মিজান (পরে মেজর) ও ২/লে. দিদার (পরে মেজর) ও ব্যাটালিয়নের সব মুক্তিযোদ্ধা/সৈনিক অপার সাহসীকতার সাথে যে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। আমি ছিলাম সি.ও মেজর জাফর ইমামের স্টাফ অফিসার। এছাড়াও পাইওনিয়র প্লাটুনের একাংশের কমান্ডার হিসেবে জীবন বাজী রেখে ঝুঁকিপুর্ণ যুদ্ধে স্বার্থকভাবে ভূমিকা রেখেছিলাম। আজ মনে পড়ে আমাদের সহযোদ্ধা শহীদ হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ, শহীদ হাবিলদার বায়েজীদ, প্রিয় বন্ধু শহীদ কচি, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা শহীদ হারুন সহ আমার রণাঙ্গনের সাথী সেইসব শহীদ বীর মুক্তি যোদ্ধাদের কথা যারা বিলোনিয়া রণাঙ্গনে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের অমূল্য জীবন অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন, অনেকে হয়েছিলেন আহত ও পঙ্গু আর আমরা ভাগ্যক্রমে 'গাজী' ও বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছিলাম 'মা'য়ের কোলে, জাতিকে উপহার দিয়েছিলাম প্রিয় স্বাধীনতা ও লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা।

বঙ্গবন্ধুর উদাত্ব আহ্বানেই আমরা নিজের জীবন উৎসর্গ করে হানাদার পাকিস্তানী জল্লাদদেরকে তাড়িয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য রক্তাক্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা ছিলাম অবহেলা ও অনাদরে কোনঠাঁসা। সান্তনা শুধু এই যে, মুক্তিযোদ্ধা-বান্ধব বঙ্গবন্ধু-কন্যা, জননেত্রী প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের গৌরব ও সম্মান অনেকটাই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিকট আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সবাই কৃতজ্ঞ। বিধাতা তাঁকে সুস্থ্য রাখুন, নিরাপদে রাখুন এবং দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন-এই কামনা।

আজ ৭০ বছর বয়সে এসে জাতি, সরকার বা কারো কাছে আমাদের কিছুই আর চাওয়ার নেই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে শুধু একটি কথা বলার আছে এবং একটুখানি চাওয়ার আছে, আর তা হলো 'স্বাধীনতা তোমাদের সকলের জন্য এনে দিয়েছে অপার সম্ভাবনা যা তোমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করছো ও করবে। সুতরাং দেশটাকে তোমরা ভালোবেসো, রেখো সব কিছুর উর্ধ্বে। আর হ্যাঁ, দেখো, চোখে অশ্রুজল, ভাঙ্গা মন বা হৃদয়ে হাহাকার নিয়ে যেনো আমাদের চোখ বুঁঝতে না হয়!'

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ

বিশ্ব অহিংসা দিবস

দোসরা অক্টোবর বিশ্ব অহিংসা দিবস। মহাত্মাগান্ধীর জন্মদিবসটি জাতিসংঘ ঘোষণার আলোকে বিশ্বব্যাপী পালিত হয় শান্তি ও সম্প্রীতির দিবস হিসেবে। দিনটির সঙ্গে তাঁর যুক্ততা অর্জন করেছে আলাদা তাৎপর্য। আমরা এ দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করি উপমহাদেশের ইতিহাসে সংঘাত ও সহিংসতা মোকাবিলায় প্রায় চার মাস সম্প্রীতির বাণী নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালীর গ্রাম-পরিক্রমণ। আমরা স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চে পরিচালিত অনন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, যে-প্রয়াসে ঐক্যবদ্ধ জাতি সশস্ত্র আঘাত মোকাবিলায় রাতারাতি প্রতিরোধ যুদ্ধ সূচনা করে ছিনিয়ে এনেছিল বিজয়। এটাও স্মরণযোগ্য, চলতি বছর আমরা উদযাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

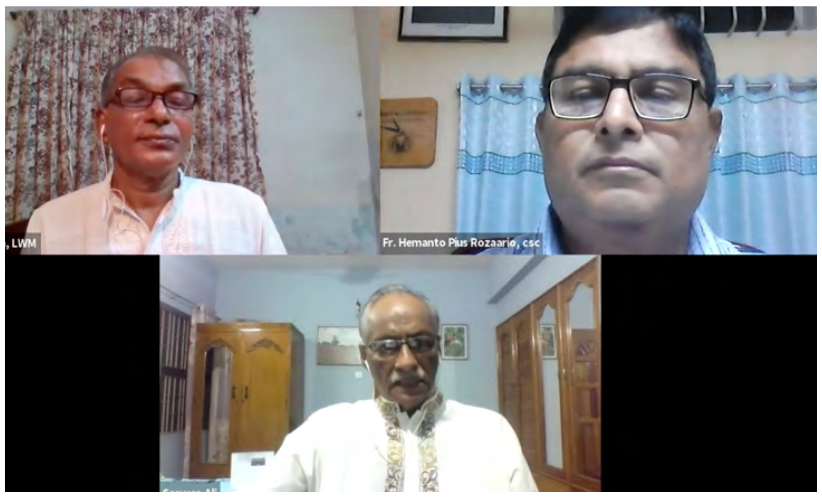

বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারীর মধ্যে আমরা লড়াই করছি অদৃশ্য কিন্তু অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে। এই দুর্যোগ, মানবতাকে আবার একত্র করেছে, সঞ্চার করেছে প্রত্যয়, লড়তে হবে একসাথে, বাঁচতে হবে একত্রে। দুর্যোগের কারণে জাদুঘরের দরজা বন্ধ ছিল অনেক দিন। কিছু দিন আগে আমরা খুলে দিয়েছি জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ। দর্শনার্থীদের পদচারণায় ধীরে ধীরে মুখোরিত হয়ে উঠছে জাদুঘরের আঙ্গিনা।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্ব অহিংসা দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বিশেষ অনুষ্ঠান। এবার অনলাইনে আয়োজিত হয় আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকদের সহিংসতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা প্রতিরোধে সহিংস পথ পরিহার করে অহিংস পদ্ধতিতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের আলোচক নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হেমন্ত পিয়ুস রোজারিও অহিংসা শব্দের বিস্তারিত ব্যাখা প্রদান করে বলেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশে সকল ধর্মের মূলে ও সমাজে হাজার বছর ধরে অহিংসা নীতির কথা পরিলক্ষিত হয়। মাহাত্মা গান্ধী একধাপ এগিয়ে তাকে আরও সংহত করে রাজনৈতিক আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে এর বাস্তব প্রয়োগে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি বলেন, অহিংসা নীতির মূল কথা ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার করে পরস্পরকে ভালোবেসে শান্তি ও সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই, তারা পরস্পর ভাইবোন- এই নীতির মর্মার্থ উপলব্ধি করে তিনি সম্প্রীতির সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাউল ও ব্যান্ড শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশিত হয় শান্তি ও সম্প্রীতির গান। অংশগ্রহণ করেন বাউল শাহাবুল, সভ্যতা অ্যান্ড দি ব্যান্ড, বাংলা ফাইভ, এফ মাইনর এবং মাকসুদ ও ঢাকা। তারুণ্যের কণ্ঠে এইসব গান মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নবহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

রফিকুল ইসলাম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সংস্কার বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারণাটি খুব বেশি প্রচলিত নয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিগত দুই যুগ ধরে তরুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় অসাম্প্রদায়িক ও অহিংস ভাবধারা এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বর্তমানে দুইটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে ও পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর উপাদান সংযুক্ত করতে আরেকটি কাজ করছে।

শান্তি-শিক্ষা, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশগ্রহণ : আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টার-এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিস (আইএনইই) ও ইউনেস্কোর যৌথ সহযোগিতায় এবং যুক্তরাজ্যের আলস্টার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেলসি শাঙ্কস ও ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জুলিয়া পলসনের যৌথ তত্ত্বধানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবী ইমরান আজাদ সম্প্রতি শান্তি-শিক্ষা, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন বিষয়ে একটি পরীক্ষণমূলক গবেষণা প্রকল্প শুরু করেছেন। ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শান্তি-শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি ও অগ্রযাত্রার একটি ইতিহাস-নির্ভর বিশ্লেষণ হচ্ছে এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই গবেষণা প্রকল্পে বাংলাদেশ ছাড়াও পেরু, লেবানন, আজারবাইজান ও নাইজেরিয়ার গবেষকরা সম্পৃক্ত আছেন। আশা করা যাচ্ছে, গবেষণার ফলাফল শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকদের জন্য শিগগিরই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

Global Initiatives for Justice, Truth and Reconciliation (জিআইজেটিআর) প্রণীত প্রদত্ত একটি গবেষণা প্রকল্পে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অংশ নিয়েছে। গবেষণায় ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের সংস্কারগুলো চিহ্নিত করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। জাদুঘর তার বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন, আউটরিচ এবং রিচআউট প্রোগাম, শিক্ষার্থীদের জন্য মোবাইল বাস এবং মৌখিক ইতিহাস প্রকল্প, শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হিসেবে যে কাজ করেছে তা তুলে ধরেছে। এই গবেষণাটি স্বাংলাদেশের কেস স্টাডির প্রতিনিধিত্ব করে এবং একটি সংঘাত-পরবর্তী সমাজের জন্য একটি শিক্ষা খাতে সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরে। গবেষণাটি পরিচালনা করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস এর সমন্বয়কারী নওরিন রহিম এবং স্বেচ্ছাকর্মী শাওলি দাশগুপ্ত।

ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিকল্পনা : ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যার ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছে। বহু বছর ধরে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি পালন করে আসছে এবং শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য সংগ্রহের কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য জমা হয়েছে জাদুঘরের সংগ্রহশালায়। কর্মসূচিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়ে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত এই শিক্ষক নেটওয়ার্ক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার কাজের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানবিক মূল্যবোধ ও ইতিহাস পাঠদানের ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল পাঠ-উপকরণ তৈরি করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রস্তুতি নিয়েছে। জাতিসংঘের স্পেশাল অ্যাডভাইজার ফর দা প্রিভেনশন অব জেনোসাইড-এর দপ্তরের সহায়তা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতা ডিজিটাল পাঠ-উপকরণ এবং শিক্ষণ সহায়িকা সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো এবং শ্রেণিকক্ষে যথাযথ ভাবে ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিস্তৃত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষকবৃন্দও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

বাংলাদেশে মাক্ রিবু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে বিদেশী সাংবাদিক হিসেবে যুক্ত হলেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ অন্য তিনজন সাংবাদিকের সাথে মার্ক রিবু শেরপুরের কাছে অগ্রগামী সেনাদলের সাথে যোগ দেন।

ব্রিগেডিয়ার এইচ এস ক্লের-এর বক্তব্য অনুসারে "আনুমানিক রাত সাড়ে নয়টা, তখন আমি বিবিসির সংবাদ শুনছিলাম, আমার ব্রিগেড মেজর আমাকে জানালেন যে চারজন সাংবাদিক, যারা ওখানে হাজির হয়েছিল, আমার সাথে দেখা করতে চায়। তারা হলেন, ধরম বীর ভারতী, ধর্মযুগের সম্পাদক; টাইমস অব ইন্ডিয়ার মুখ্য আলোকচিত্রী বালকৃষ্ণন; টাইমস লন্ডনের পিটার কারমাইকেল এবং মাক্ রিবু , ফ্রিল্যান্স ফরাসি সাংবাদিক। আমি তাদেরকে জানালাম যে তাদের কোন রকম লিখিত বিবৃতি দেয়া হবে না, রণাঙ্গণে যা প্রত্যক্ষ করবে, সেই ছবি তাদের তুলে ধরতে হবে।"

- টুয়েলভ ডেইস টু ঢাকা, এইচ এস ক্লের

৭ ডিসেম্বর মাক্ রিবু শেরপুর মুক্ত হওয়ার উৎসবে যোগ দেন। ১০ ডিসেম্বর ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করে জামালপুর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হন, এই যুদ্ধ ছিল নৃশংসতম সামরিক অভিযানের মধ্যে একটি। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে তিনি ঢাকায় প্রবেশ করেন এবং বাঙালি জাতির বিজয়ের ছবি ধারণ করেন।

মেরি ফ্রান্সিস ডানহ্যামের প্রদত্ত নিউজ ক্লিপিং থেকে

The New York Times Magazine
OCTOBER 31, 1971 SECTION 6
In a Bengali Refugee Camp
Contents—Page 10

Portrait of Zulfiqar Ali Bhutto, Pakistan People's party candidate for the assembly, looks down on a street of Karach

the campaign of Mohammad Mumtaz Khan Daultana on a centrist, status-quo platform, and the appeal of the conservative Moslem parties toward a religion-oriented society.

The devastating cyclone in the Ganes Delta in East Pakistan last month and the sluggish response of the central Government based in the West, in alleviating the distress of the hundreds of thousands of victims confirmed the conviction of the Bengalis in the East, that the Government discriminated against them. The Bengalis have long been at odds with the Punjabis of the West.

With virtually all observers predicting an impressive victory for Sheik Mujibur—his is the only slate contesting all 162 seats in East Pakistan—the future of the 313 seats in the national assembly appeared to hinge on who would come forward to share power with him or challenge him.

The number of candidates from these and 20 other parties, plus independents, totaled more than 1,500. Thirteen of the assembly's seats — seven in the East, six in the West — were set aside for women to be elected by the 300 directly elected members.

The number of seats to be filled today was further reduced to 269 by postponement of voting in nine districts in East Pakistan devastated by the cyclone and tidal wave in November and by an uncontested race in another district.

On President Yahya's order, the assembly will have 120 days from the time it convenes in nearby Islamabad, the capital under construction, probably in January, to agree on a constitution to replace the charter that General Yahya revoked when he seized power.

The general also ordered that the constitution preserve the "integrity" of Pakistan—meaning it cannot go too far in granting autonomy to the East. How far is too far is a judgment that President Yahya has reserved for himself. He has said he will veto any charter unacceptable under his guidelines.

If the delegates fail to agree on a constitution in the allotted four months, a new election will probably have to be called. If they draft a constitution acceptable to the President, they will be transformed into a national assembly.

The constitution would be the third since Independen The first, in 1956, was prom gated by a parliament of p vincial assemblymen but abrogated by Field Mars Ayub when he seized power 1958.

The second was promulga by President Ayub himself 1962 and concentrated supre power in his hands. That ch ter was abrogated by Presid Yahya.

SLOWDOWN BY UNION

AT THE SECURITY COUNCIL: George Bush, the chief U.S. delegate, showing Kenneth D. Jamieson, a British delegate, a map with the latest developments in the war.

PAKISTANI POSITION SHELLED: Two Pakistani soldiers running for cover Wednesday during Indian artillery attack on their position near Jessore, East Pakistan. Jessore is considered a key objective in the fighting.

INDIA AND PAKISTAN JETS CLASH;
BOTH SIDES CLAIM GROUND GAIN;
U.N. HOLDS EMERGENCY MEETING

LAND OF AGONY: Neither nature nor history has been kind to East Pakistan. Above, villagers wade through receding tidal waters after last fall's cyclone, which took half a million lives. Below, refugees from this spring's police action by West Pakistani troops, which has been compared in barbarity with the Mogul invasions of the 15th and 16th centuries.

Pakistan Elects Assembly To Draft New Constitution

By RALPH BLUMENTHAL
Special to The New York Times

RAWALPINDI, Pakistan, Dec. 7—Nearly 50 million Pakistani voters elected a national assembly today to draft a constitution and return the country to representative civilian rule for the first time since 1958.

The vote is considered the most crucial ever for the nation's future with demands for a breakaway of East Pakistan as a major issue.

Except for some scattered clashes in which at least one man died, the election — the first direct nationwide ballot-ing in Pakistan's 23-year history—proceeded calmly, generally honestly and efficiently from initial accounts.

The voting by paper ballots in 29,000 polling stations in the East and West wings of the country, which is separated by 1,000 miles of India's territory, slowed the counting.

But by midnight, with only a few final results reported, it appeared that the autonomy-minded Awami League party of Sheik Mujibur Rahman was sweeping East Pakistan, as had been expected.

In the West, the Pakistani People's party of Zulfiqar Ali Bhutto was making a showing that was expected, apparently on the strength of the ticket's pledge to redistribute national wealth along Marxist lines.

President's Hand Marked

Among the midmorning voters in this interim national capital, in West Pakistan, was Gen. Agha Mohammad Yahya Khan, the command of the army who assumed the presidency in March, 1969, after the overthrow of President Mohammad Ayub Khan.

President Yahya allowed his hand to be marked with indelible ink, identifying him as a voter, and went behind a flowered curtain to place a stamp over one party symbol.

Unlike his predecessor, President Yahya does not head a political party. This means that the Government is not directly involved in the voting, an unusual development.

DACCA, East Pakistan, was

In Dacca, East Pakistan, supporters of Sheik Mujibur R man carry his picture. He seeks autonomy for the ar

Associated Press
CIVILIANS SEEKING SHELTER: An Indian woman and her children taking cover in homemade shelter at Balurghat, near border with East Pakistan, during fighting Friday
Pachhagarh

দর্শকের মতামত...

প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন অসংখ্য দর্শনার্থী। যাদের মধ্যে রয়েছে শিশু-কিশোরসহ সব বয়সের মানুষ, পাশাপাশি অন্য দেশের নাগরিকেরা প্রতিদিন জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। জাদুঘরের মন্তব্য বইয়ে তাদের উক্তিগুলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলার অনুপ্রেরণা। ছোট্ট শিশুরা যখন তাদের ভালোলাগার কথা জানায় সেটি জাদুঘরের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়। বিদেশী নাগরিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস জেনে সমৃদ্ধ হচ্ছেন, আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মও দেশকে নিয়ে গর্ব অনুভব করছেন জাদুঘর পরিদর্শন শেষে। প্রতিটি মন্তব্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে মূল্যবান।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে। অনেক দিন ধরে আসব আসব বলে আর আসা হয় নি। কিন্তু আজকে সেইদিন, যেদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছি। এখানে এসে আমি মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর অনেক জিনিস সামনাসামনি দেখতে পেরেছি। এক কথায়, এখানে সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা রইল।

নাদির আলী
৯ম শ্রেণি
এ ভি জে এম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা
০২.১০.২০২১

মুক্তিযুদ্ধ ব্যাপারটা সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের এই প্রজন্ম নিতান্তই জ্ঞানহীন বলাই যায়। কতটা 'ত্যাগ' একটি পরিবার থেকে পুরো দেশ করেছে সেটা সামান্য ডোরাকাটা লাইনের কিছু পৃষ্ঠায় লিখে শেষ করা যাবে না। এই প্রজন্ম অজ্ঞতার সাগরে সাঁতার কাটলেও সামান্য হলেও জ্ঞান সঞ্চার হয়েছে কেবল মাত্র এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুবাদে। তবে, হয়তো অনেক নিদর্শন বাকী আছে দেখার যেটি এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।
তাই, আশা রাখছি আগামীতে পুরোদস্তর সব নিদর্শন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দেখতে পাবো।

মুহাম্মদ মুদাচ্ছির হুসাইন
১২.১০.২০২১

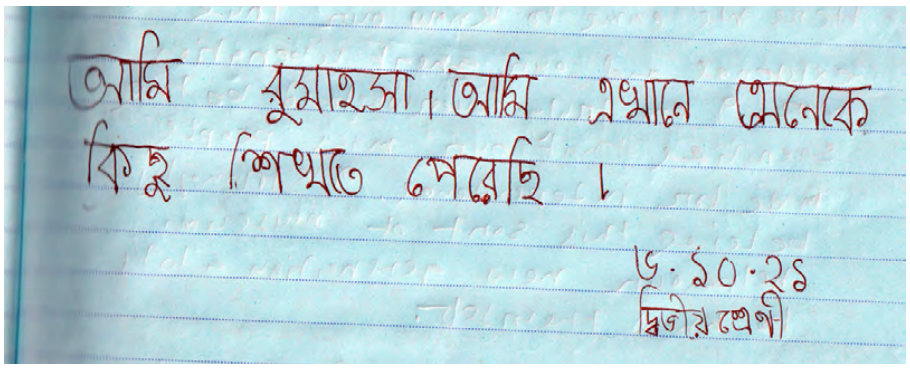

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের দেশপ্রেমিক হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শন করে আমি বাঙালি হিসেবে গর্বিত বোধ করছি। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে সকল বীর বাঙালি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বাংলার স্বাধীনতা এনেছিলেন, সেই সব বীর সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং বাংলাদেশকে ভালোবেসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হবে।

সজল বাড়ৈ
গোপালগঞ্জ

Very Interesting. I knew very little about the Liberation War and was very excited to better understand the history
Thank you

Barbara and Ioha Matias
USA
14/10.2021

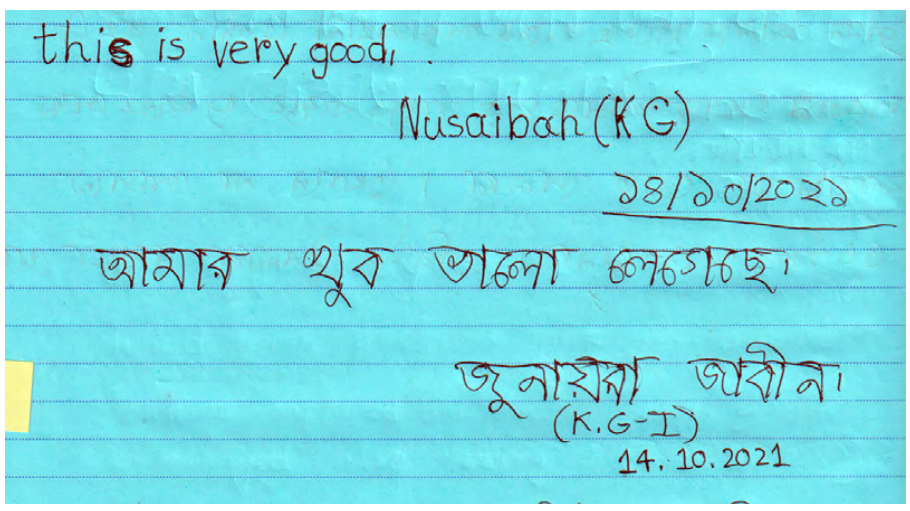

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official